সা ত দি ন

৭ জানুয়ারি: ঢাকা-আরিচা মহা-সড়কের আমিনবাজারের কাছে যাত্রীবাহী মিনিবাস খাদে পড়ে ৩৩ জনের মমার্ন্তিক মৃত্যু ঘটে।

মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এসিড নিক্ষেপের মামলা বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং সম্পূর্ণ নতুন একটি আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে জননিরাপত্তা আইন বাতিলের প্রস্তাব ও অনুমোদিত।

৮ জানুয়ারি : আওয়ামী লীগ সরকারের তিন সাবেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ৫টি দুর্নীতির মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন দেশের ২১টি পৌরসভায় আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে।

৯ জানুয়ারি : তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের ডাকে সারা দেশে ৬টা-১২টা হরতাল পালিত হয়েছে।

সরকারি ব্যয়ের স্বচ্ছতার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)।

১০ জানুয়ারি : সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার ও কর ফাঁকি তদন্ত করে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০০১ সালের ডিগ্রি (পাস ও সাবসিডিয়ারি) পরীক্ষা শুরু।

১১ জানুয়ারি : চীনের প্রধানমন্ত্রী ঝু রং জি'র সরকারি সফরে বাংলাদেশ আগমন এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে সাতটি চুক্তিতে সই করা হয়েছে।

১২ জানুয়ারি : বিরোধীদলীয় নেত্রী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা প্রায় ১ মাস আমেরিকা-ব্রিটেন সফর শেষে দেশে ফিরেছেন।

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ লেখক-সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরের আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করেছে।

নেত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন সাত মামলার অভিযুক্ত সাবেক এমপি হাজী মোহাম্মদ সেলিম।

১৩ জানুয়ারি : আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর সমাপনী বৈঠকে সাহায্যের পরিমাণ নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ না করায় সাহায্য পাওয়ার বিষয়টি এখনো অনিশ্চিত।

বিপর্যস্ত আওয়ামী লীগ মাঠে নামার ব্যর্থ চেষ্টা

পহেলা অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভরাডুবিতে বিপর্যস্ত আওয়ামী লীগ শিবির। নির্বাচনের তিন মাস পরও বিপর্যয়ের রেশ কাটাতে পারছে না। তবে সরকারের নানা ধরনের ব্যর্থতার সুযোগে আওয়ামী লীগ নেতারা ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। এক মাস ব্রিটেন ও আমেরিকায় পরিজনের সঙ্গে কাটিয়ে দেশে ফিরেছেন আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা। বিদেশ থেকে ফিরেছেন সাবেক চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। শীঘ্রই দেশে ফিরছেন মোহিউদ্দীন খান আলমগীর। নির্বাচনের পর গা ঢাকা দেয়া অনেক নেতাকে রাজপথে দেখা যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়ার চেষ্টা করছে। বিমান বন্দরে নেমেই বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা কর্মীদের আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশে কি এখন মার্শাল ল' চলছে। ঘরে থেকে মানুষকে বের হতে দেয়া হচ্ছে না। আমি আপনাদের পাশে আছি। এই গণবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তবে এখনই যে আন্দোলন গড়ে তোলা কষ্টসাধ্য তা শেখ হাসিনা ভালো করেই বুঝেছেন। হরতালে মাঠে নামছে না নেতাকর্মীরা। তার হরতাল না করার প্রতিশ্রুতি জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়িয়েছে। মাঠে নামার ব্যর্থ চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগ।

দলের বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা আওয়ামী লীগের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য। ঢাকঢোল বাজিয়ে আওয়ামী লীগ জাতীয় কনভেনশনের ডাক দিয়েছিল। প্রথমে জাতীয় কনভেনশনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল ৯ ও ১০ জানুয়ারি। পরে আবারও তারিখ পরিবর্তন করা হয়। কনভেনশনের তারিখ নির্ধারিত হয় ১৯ ও ২০ জানুয়ারি। নির্ধারিত এ সময়ও কনভেনশন হচ্ছে না বলে দলের সূত্রে জানা গেছে। নেত্রী দেশে না থাকার কারণে কনভেনশনের তেমন

কোনো কাজ হয়নি। এখনও সোনারগাঁও হোটেল ভাড়া হয়নি। কনভেনশনের তারিখ আরো পিছিয়ে দেয়া হবে। এ মাসের শেষ দিকে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হতে পারে। দলের কাউন্সিল নিয়েও চলছে ঢিলেঢালা ভাব। কাউন্সিল আরো কয়েক মাস পিছিয়ে নেয়া হতে পারে। আওয়ামী যাতে মাঠে নামতে না পারে এজন্য বেশ তৎপর বিএনপি। বিএনপি হার্ড লাইনে গিয়েই আওয়ামী লীগের আন্দোলন দমন করতে চায়। এ কারণে আওয়ামী লীগের সকল কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দিচ্ছে। তেল, গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের ৯ জানুয়ারির হরতাল কঠোরভাবে দমন করেছে সরকার। হরতালের দিন পুলিশ পিটিয়েছে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিমকে। পুলিশের মার আবারও খেয়েছে মতিয়া চৌধুরী। আওয়ামী লীগ সরকারের তৈরি জননিরাপত্তা আইনেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। যদিও মামলায় আদালত তাদের জামিন দিয়েছে।

আওয়ামী লীগ নেত্রীকে ১২ জানুয়ারি সংবর্ধনা জানাতে বিমান বন্দরে যাচ্ছিলেন লালবাগের সাবেক সংসদ সদস্য হাজী সেলিম। পুলিশ তাকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ দাবি করেছে এ সময়ে হাজী সেলিমের সঙ্গে একটি পিস্তল ছিল। হাজী সেলিমকে এক মাসের ডিটেনশন দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, আওয়ামী লীগ নেত্রী দেশে ফিরেই কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ করেছেন। আলাপ হয়েছে সংসদে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে। তবে আওয়ামী লীগের এখন রাজপথেই আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত বলে কেন্দ্রীয় নেতারা মতামত দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের আন্দোলনমুখী মনোভাব এবং বিএনপি'র আন্দোলন দমনের জন্য হার্ড লাইনে যাওয়ায় আগামীতে দেশের রাজনীতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। রক্তাক্ত হয়ে উঠতে পারে আবারও রাজপথ। তবে গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ চায় বিরোধী দল সংসদে গিয়ে জনগণের পক্ষে কথা বলুক। সরকারি দল আরো সহনশীলতার পরিচয় দিক। সরকারি দলকে মনে রাখতে হবে শক্তিশালী বিরোধী দল ছাড়া গণতন্ত্র সুসংহত হবে না। গণতন্ত্রের স্বার্থেই বিরোধী দলকে সঠিক পথে চলতে হবে।

জয়ন্ত আচার্য

শিবির ক্যাডার সন্ত্রাস

শিবির ক্যাডার হাবিব খান, গিট্টু নাছির, ইয়াকুব, বিডিআর সেলিম, বাইট্টা আলমগীর, দিদাদের নেতৃত্বে শিবিরের ক্যাডার বাহিনীর ত্রাস সারা চট্টগ্রামে বেড়েই চলেছে...

বন্দরনগরী চট্টগ্রামে সাম্প্রতিক সময়ে চাঁদাবাজি এবং অপহরণের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ব্যবসায়ী শিল্পোদ্যোক্তাসহ নাগরিক সমাজের উদ্বেগ যতোই বাড়ুক, পুলিশ প্রশাসন বারবার ব্যর্থ হচ্ছে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে। এ ব্যাপারে তাদের সদিচ্ছা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে এমন মন্তব্যও অনেকে করছেন। কেননা, সিএমপি কমিশনার শহীদুল্লাহ খান বরাবরই মনে করেন, চট্টগ্রাম মহানগর এলাকা দেশের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ এলাকা। বেশ ক'বার পেশাদার খুনি, অপহরণকারীদের তালিকা তৈরি এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের ঘোষণা দিলেও সিএমপি এখনো তালিকাই তৈরি করতে পারেনি। এ ব্যাপারে ভিভিআইপি নগরী চট্টগ্রামের মন্ত্রী-এমপিদের পোষ্যদের বাদ দেবার প্রচেষ্টাই কি পেছনের কারণ?

হাবিব খান

চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় থাকায় দোর্দন্ড প্রতাপ দেখাচ্ছে জামায়াত-শিবির চক্র। চট্টগ্রাম কলেজ, মুহসীন কলেজ এলাকায় সীমাবদ্ধ এ চক্রটি এখন পুরো জেলায় তাদের দেয়াল লিখন, সন্ত্রাস এবং অপহরণ ও চাঁদাবাজিতে প্রায় প্রকাশ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ। পুলিশের নাকের ডগায় বিভিন্ন সময়ে চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যায় মুখ্য ভূমিকা নিচ্ছে শিবির ক্যাডারবাহিনী প্রধান হাবিব খান। এর আগে আরো অনেক ঘটনা ঘটালেও তাকে গ্রেপ্তারে পুলিশি অভিযান বারবার ব্যর্থ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তার অনুসারী ক্যাডার সাজ্জাদ খান সিএমপি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের বলেছে, হাবিব খানের সঙ্গে পুলিশের কোনো এক কর্তাব্যক্তির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। তাই মোবাইলে জেনে যায় তার বিরুদ্ধে অভিযানের খবর, সুযোগ বুঝে কেটে পড়ে হাবিব খান।

সিএমপি'র পরিসংখ্যান অনুযায়ী '৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ২০৮টি অপহরণের সর্বোচ্চ ৫১টি ঘটেছে '৯৮ সালে, ৪৮টি ঘটেছে '৯৯ সালে, ২০০০ সালে ৩৭টি এবং গেল বছর ২৪টি। তবে গত নবেম্বর থেকে হঠাৎ বেড়ে গেছে এবং এ তিন মাসে ১২টির মতো অপহরণ ঘটনা ঘটেছে এবং এ তিন মাসে ১২টির মতো অপহরণ ঘটনা ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে সিএমপির বক্তব্য, আগে আরো হলেও গোপনে দু'পক্ষ মিটিয়ে ফেলতো, এখন পুলিশে জানায়।

শিবির ক্যাডার নাছির '৯৮ সালে গ্রেপ্তার হবার আগে তারই নেতৃত্বে অপহৃত হতো স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা, সহজে আদায় হতো মুক্তিপণ। তার গ্রেপ্তারের পর বার বার নাম প্রকাশ হচ্ছে হাবিব খানের। অপহৃতের তালিকায় শিশু, ছাত্র, ফটোগ্রাফার, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী সবই থাকছে ইদানীং। ফলে শঙ্কিত সবাই। যতো যাই হোক না কেন, এ পর্যন্ত অপহরণকারী দলের কেউ সাজা পায়নি– বিধান যাই থাকুক।

চট্টগ্রামের হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-রাউজানের গভীর পাহাড়ি দুর্গম এলাকা অপহরণকারীদের অভয়াশ্রমে পরিণত হয়েছে। এলাকার সাধারণ জনগণ ভয় পায় পিতৃ পুরুষের ভিটায় যেতে। এমনই একজন শফির বর্ণনায় 'নিজের বাড়ির পাশে সশস্ত্র প্রহরী বাহিনী, পুকুরে যেতে ভয় পায় আমার স্ত্রী। ঈদেও বাড়ি গিয়ে শুনি আমার বাড়িতে... বাহিনীর কেউ একজন, আমি অন্য বাড়িতে থাকতে বাধ্য হই। শিফট বদলে ডিউটি করছে দেখি। রোদে চকচক করে একে-৪৭ বা অন্য কোনো অত্যাধুনিক অস্ত্র, নিজ ভূমে পরবাসী আমি। হয়তো অপহরণ করে নিয়েছে কাউকে...।' নিত্যকার এসব চিত্র হয়তো রূপ নেবে ভয়াবহতম, পুলিশের ভূমিকা হবে একই।

এসব এলাকায় ছাত্রলীগের তৈয়ব বাহিনী এক সময় তৎপর থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে এরা প্রায় কোণঠাসা। এদের সঙ্গে বিএনপির এক অংশের নেতৃত্ব হাত মিলিয়ে চন্দনাইশ, পটিয়া, বোয়ালখালীকে তাদের অভয়ারণ্য করার প্রচেষ্টায় রয়েছে।

শিবির ক্যাডার হাবিব খান, গিট্টু নাছির, ইয়াকুব, বিডিআর সেলিম, বাইট্টা আলমগীর, দিদাদের নেতৃত্বে শিবিরের ক্যাডার বাহিনীর ত্রাস সারা চট্টগ্রামে বেড়েই চলেছে– পুলিশের ভূমিকা যথাযথ হবে কি কখনো?

সুমি খান *চট্টগ্রাম থেকে*

ফলোআপ

মেয়েরা সাবধান! এদের ধরিয়ে দিন

সুমন সিডি বাজারে দিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। পর্নো সিডির নির্মাণের প্রধান হোতা বর্তমান আমেরিকায় প্রবাসী সুমন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছে গোয়েন্দা পুলিশ...

পর্নো সিডির নির্মাতা রফিকুল ইসলাম পিন্টু এখন জেলে। গত ৯ জানুয়ারি গোয়েন্দা পুলিশ গুলশান ২ নম্বর এলাকায় পিন্টুর ক্যাপিটেল মার্কারি অ্যাপারেল অফিস থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে। নীল সিডি নির্মাতা হোতা বর্তমান আমেরিকায় প্রবাসী সুমনের সহযোগী ছিল পিন্টু। তারা মেয়েদের সঙ্গে প্রেমাভিনয় করতো। তাদের ফুসলিয়ে দৈহিক মিলনে রত হতো। একাধিক মেয়ের অজান্তেই দৈহিক মিলনের দৃশ্য ক্যামারাবন্দি করতো। এরপর প্রতারকচক্র সিডি করে বাজারজাত করে। এ সিডি ছড়িয়ে পড়ে রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত জনপদে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে প্রবাসে। এ সিডি বিক্রি করে তারা হয় আর্থিকভাবে লাভবান। প্রতারিত মেয়েরা ও তাদের পরিবার সামাজিকভাবে নিগৃহীত হতে থাকে। বিষয়টি পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থা জানতো। কিন্তু প্রতারকচক্রকে ধরতে তাদের ছিল না কোনো উদ্যোগ। সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৭ ডিসেম্বর সংখ্যায় পর্নো সিডি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হয়। মেয়েরা সাবধান! এদের ধরিয়ে দিন। এ সময় পর্নো সিডি নিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ নামমাত্র তদন্ত করছিল। তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন ডিবি ইন্সপেক্টর ওয়াহিদুজ্জামান। প্রতিবেদক তার কাছে সিডি সম্পর্কে জানতে চান। উল্টো তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদককে কোনো তথ্য না দিয়েই তার কাছে ভিকটিমের ঠিকানা জানতে চান। একটি সিডি দেখতে চান। রিপোর্টটি প্রকাশিত হবার তিন চারদিন পর সন্ধ্যায় ২০০০ অফিসে ফোন করেছিলেন পিন্টুর স্ত্রী অনু। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে খোঁজ করেন ঐ রিপোর্টের প্রতিবেদককে। গর্ব করে তিনি বলেছিলেন, 'কই, কেউ তো ধরিয়ে দিচ্ছে না পিন্টু আর সুমনকে। আমার স্বামী নিরপরাধ। আপনারা কোনোভাবেই প্রমাণ করতে পারবেন না ঐ ঘটনায় পিন্টু জড়িত।' সাপ্তাহিক ২০০০ সিডিগুলো নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশের পর টনক নড়ে গোয়েন্দা সংস্থার, সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের। ধীরে চলা তদন্ত পায় গতি। গ্রেপ্তার করা হয় পিন্টুকে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ১০ জানুয়ারি দেয়া জবানবন্দিতে পিন্টু স্বীকার করেছে, পর্নো সিডির সঙ্গে তার জড়িত থাকার কথা। সে বলেছে, সুমন সিডি বাজারে দিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। পর্নো সিডির নির্মাণের প্রধান হোতা বর্তমান আমেরিকায় প্রবাসী সুমন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছে গোয়েন্দা পুলিশ। এ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, প্রয়োজন হলে ইন্টারপোলের মাধ্যমে সুমনকে দেশে নিয়ে আসা হবে। প্রতারক পিন্টু গ্রেপ্তার হওয়ায় ভিকটিম মেয়েদের আত্মীয়রা স্বস্তিবোধ করছে। অনেকেই সাপ্তাহিক ২০০০কে এমন একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ দিয়েছে। তারা দাবি করছে, এখন গোয়েন্দা পুলিশের উচিত বাজারজাতকৃত সিডিগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করা। ভনিতা নয়, এ ধরনের প্রতারকচক্রের বিরুদ্ধে আরো সজাগ থাকা। সাপ্তাহিক ২০০০-এ রিপোর্টটি প্রকাশিত হবার পর অসংখ্য চিঠি এসেছে ২০০০-এর ঠিকানায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থেকে অনেক মহিলা এই সমাজের অনেক রাঘব বোয়ালদের মাধ্যমে প্রায় এভাবে প্রতারিত হবার কথা জানিয়েছেন। সমাজ বদলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বদলে যাচ্ছে অপরাধের ধরন। মানুষের ব্যক্তিজীবনকে প্রকাশ্য করে দেয়ার যে অপরাধ প্রবণতা তা যে ঘৃণ্য একটি অপরাধ তা সাপ্তাহিক ২০০০-এর এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের আগে হয়তো অনেকে ভাবতেই পারেননি। ভিসিডির ছবি দেখে অনেক বিকৃত মনা মানুষ মন্তব্য করেছেন 'মেয়েগুলোর শিক্ষা হয়েছে।' মনমানসিকতায় উল্টো রথের এই যাত্রীদের অনেকেই ২০০০-এর প্রতিবেদন প্রকাশের পর তাদের চিন্তার স্থবিরতা ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এই সমাজের মানুষের মনোজগতে উপনিবেশের মতো গড়ে ওঠা এই পশ্চাদপদ চিন্তাধারা ধাক্কা খেয়েছে ২০০০-এর প্রতিবেদনের কারণে। ২০০০-এর এক ঘা-এর কারণে প্রচার সংখ্যায় এগিয়ে-পিছিয়ে থাকা সব দৈনিক পত্রিকা ঝানু প্রতিবেদকদের এসাইনমেন্ট দিয়েছে পিন্টু-সুমনদের চক্রসহ অন্যান্য চক্রের হদিস সন্ধান করতে। বস্তুত সাপ্তাহিক ২০০০ তার স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছে মুক্তির বিচারে। কোনো আবেগ কিংবা মানবিকতাবোধ যে সেখানে ছিল না তা নয়। ওপর কিংবা নিচ যে তলার যতো বড় অপরাধই হোক না কেন মসিই ক্ষমতাধর।

পিআরএসপি : প্রশ্নের মুখে

এ ধরনের পলিসিতে দেশের শুধু ঋণনির্ভরতা বাড়ে। এ পলিসির কারণে যখন দেশের জন্য ক্ষতি ও অমঙ্গল ডেকে আনে, তখন তার দায়ভার বহন করে এদেশের জনগণ ও সরকার। দাতা গোষ্ঠী এর দায়ভার নেয় না

পিপলস্ এমপাওয়ারমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এম এম আকাশ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সরকারের ওপর দাতা দেশগুলো তাদের উন্নয়নের কৌশল চাপিয়ে দেয়ার জন্য নানা কৌশলে চাপ প্রয়োগ করছে। এরই অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষ থেকে বর্তমান সরকারকে দেশের সামগ্রিক দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য একটি কৌশল পত্র পিআরএসপি প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, Poverly reduction strategy paper (PRSP) -এর মতো পলিসি অতীতেও তারা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের পলিসিতে দেশের শুধু ঋণনির্ভরতা বাড়ে। এ পলিসির কারণে যখন দেশের জন্য ক্ষতি ও অমঙ্গল ডেকে আনে, তখন তার দায়ভার বহন করে এদেশের জনগণ ও সরকার। দাতা গোষ্ঠী এর দায়ভার নেয় না। তিনি গত ৮ জানুয়ারি পিপলস্ এমপাওয়ারমেন্ট ট্রাস্টের উদ্যোগে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার তড়িঘড়ি করে পিআরএসপি প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন। দাতা গোষ্ঠী পলিসি বাস্তবায়নে আরো চাপ দিচ্ছে। এ পলিসিতেও দেশের দরিদ্র জনগণের ক্ষমতায়ন, ইচ্ছা উপেক্ষিত থেকে যাবে। এমতাবস্থায় আমরা পিআরএসপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি সমান্তরাল প্রক্রিয়া চালু করতে যাচ্ছি। পিপলস্ এমপাওয়ারমেন্ট ট্রাস্ট ও অ্যাকশন এইড যৌথভাবে এই প্রক্রিয়া চালু করবে। তিনি বলেন, এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার কিভাবে ত্রুটিপূর্ণ উপায়ে পিআরএসপি চালু করছে, তা জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে। জনমত তৈরির জন্য মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ১০ জানুয়ারি সিলেট, ১৭ জানুয়ারি বরিশাল, ২৪ জানুয়ারি খুলনা, ৩১ জানুয়ারি চট্টগ্রাম, ৭ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী, ৫ মার্চ ঢাকায় পিআরএসপির ওপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন পিপলস এমপাওয়ারমেন্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক শিশির শীল। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পিইটির নির্বাহী পরিচালক মাহবুবুল হক রিপন, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের প্রতিনিধি শেখ মোঃ তৌফিক।

জয়ন্ত আচার্য